“বেশ্যা”-নামক ধারণার প্রবলেমেটাইজেশান

রেহনুমা আহমেদ

একটি ঘটনা কেন্দ্র করে লেখাটির শুরু। ক্রমে তা বিস্তৃত হয়েছে ইতিহাস ও সমাজের ক্ষমতা সম্পর্কের গভীর অনুসন্ধান এবং ক্ষুরধার বিশ্লেষণ নিয়ে। সর্বজনকথায় এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্ব...

যখন ব্যানারের ছবিটা প্রথম দেখি তখন মাথায় প্রশ্ন জাগে, “বুদ্ধিবেশ্যা” কেন? “রাজাকার” না কেন? এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী হওয়ার অভিযোগ যদি আনতেই হয় তাহলে “রাজাকার” সম্বোধনটা আরো অর্থবহ, তাই না? (জানি সত্যের অপলাপ, স্রেফ তর্কের খাতিরে বলছি)। “রাজাকার” এর পরিবর্তে তথাকথিত যৌন বিপথগামিতা কেন? বিপথগামিতা এই কারণে বলছি যে, পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় যেই মূল্যবোধ স্বাভাবিক (ও কাম্য) বলে বিবেচিত - ভালো নারী হতে হলে সতীসাধ্বী হতে হবে, একবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে, খাঁটি বাচ্চা পয়দা করার জন্য যৌনসংগম ‘সহ্য’ করতে হবে, পক্ষান্তরে, খারাপ নারী যৌন সংগম ‘উপভোগ’ করে - তার ঘৃণ্য অপর হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি।

“রাজাকার” এর বদলে “বেশ্যা”

রাজাকারের স্থানে বেশ্যাকে স্থাপন করা হলো কেন? মুক্তিযুদ্ধের শত্রুর সাথে বেশ্যাকে তুলনা করা হলো কেন? এই প্রতিস্থাপনরে মানে কী?

বাস্তব অবস্থার কথা ভাবলে এটি সত্য যে নতুন শব্দ বা কনসেপ্ট জরুরি হয়ে পড়েছিল। “রাজাকার” শব্দের যত্রতত্র ও যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে এর নৈতিক জোর কমে গিয়েছিল, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের “রাজাকার” বলে গালি দেওয়ার কারণে। দুটো মোটামুটি সাম্প্রতিক উদাহরণ যেতে পারে:- বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (আওয়ামী লীগের দলীয় লাইন ধরে কথা না বলার কারণে); এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সাত বছর আগে গঠিত সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এর চেয়াম্যান (আওয়ামী লীগের দাপ্তরিক বয়ান থেকে ভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক ঘটনাকে স্মৃতিতে ধারণ করার কারণে)। কিন্তু নতুন প্রত্যয় শুধু পেলেই তো আর হবে না, সেটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্যাকেজ করতে হবে - মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, প্রজন্ম। আর এই প্রত্যয়টির কর্মপরিধি হতে হবে আরো বিস্তৃত, একে প্রয়োগ করতে পারতে হবে, সি আর আবরারের কথা ধার করে বললে, ‘ভিন্নমতাবলম্বীদের দানব’-রূপে পরিবেশন করার জন্য।[১১]

“বুদ্ধিবেশ্যা” নামক ধারণার আগমন কি এ জন্যই?

কিন্তু বুদ্ধিবেশ্যা কেন? “দানব”কে শাসক সম্প্রদায়ের নারী-লিঙ্গ-রূপে পরিবেশন করতে হবে কেন? এর তাৎপর্য কী? দানবের লিঙ্গায়ন (gendering) আলাদাভাবে মনোযোগের দাবিদার কারণ যদিও বালক ও পুরুষরাও বেশ্যা হিসেবে কাজ করেন, নৃবিজ্ঞানী টিরিজ ব্লোঁশের কথার সত্যতা অনস্বীকার্য, এ দেশের “সমাজের কল্পনাজগতে” বেশ্যা মাত্রই নারী।[১২]

কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে বেশ্যা তো শুধু কিছু সংখ্যক নারীকে বোঝায়, সব্বাইকে তো আর বোঝায় না, তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো, কোনো নারীকে বেশ্যা ডাকলে “সব নারীদেরই সম্ভাব্য বেশ্যার কাতারে অটোমেটিকালি” ফেলে দেওয়া হয়।[১৩] মেগান মার্ফি আরো বলেন, “ভেবে দ্যাখেন, বেশ্যা আর অ-বেশ্যা বলে কিছু নেই। আছে শুধু নারী।” ‘আমরা’ বনাম ‘ওরা,’ ‘ভালো’ মেয়ে বনাম ‘খারাপ’ মেয়ে, ‘সতীসাধ্বী’ বনাম ‘বেশ্যা,’ বিপরীত-যুগলের এই বিরোধগুলো (binary opposition) নারী-বিদ্বেষী। এই বাইনারি অপোজিশানের সাহায্যে নারীর “জীবন ও যৌনতা”র সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না। এই বিভাজনগুলো নারীর মধ্যে ঐক্য-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে নষ্ট করে। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববাদিতা একটি সমস্যা হিসেবে ধরা পড়ার পরিবর্তে আমরা বিষয়টাকে দেখতে শিখি এভাবে: সমস্যা হচ্ছে ‘নারী’র যৌনতা, ‘নারী’র শরীর।[১৪]

তাদের ফেইসবুক পেইজে সিপি গ্যাং “বেশ্যা” ও “বুদ্ধিবেশ্যা”র অর্থ কী তা এই ভাবে তুলে ধরেন,

এই বেশ্যা হচ্ছে সে যে সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিশৈলীর কারণে পাওয়া নিখুঁত দেহাবয়বকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে তুলে দেয়। বেশ্যাদের নিজেদের পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে এবং বেশ্যাদের ঘৃণা করার কোনো কারণ নাই কারণ তাদের কারণে [অবিকল উদ্ধৃত] মানবজাতি হুমকির মুখে পড়ে না। অপরদিকে যারা বুদ্ধিবেশ্যা তারা তাদের বুদ্ধি অনেক সময় দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহার না করে, তা ব্যবহার করে অর্থের বিনিময়ে মিথ্যাচার করার কাজে। অর্থের বিনিময়ে নিজেদের দেহ বিক্রি করা শুধুই পেশা কিন্তু তা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর কিছু না তবে তবে [অবিকল উদ্ধৃত] অর্থের বিনিমিয়ে নিজেদের বুদ্ধি বিক্রি করে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে জনগণকে বিভ্রান্তকারীরা দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর (facebook.com/CpGangPage)।[১৫]

এটি লক্ষণীয় যে সাধারণভাবে বেশ্যাদের পতিত নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয় (যে কারণে বেশ্যার অপর শব্দ “পতিতা”) কিন্তু সিপি গ্যাং সেভাবে করেন না বরং:

- গ্ল্যামারাস বা মোহিনী রূপসী হিসেবে (“নিখুঁত দেহাবয়ব,” হায়রে, পুরুষের যৌন ফ্যান্টাসি),
- যৌনভাবে স্ব-শাসিত নারী হিসেবে যিনি স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নিয়েছেন (“নিজেদের পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে”),
- বেশ্যাবৃত্তিকে উপস্থাপন করা হয় আর যে কোনো পেশার মতোই, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক; বেশ্যাবৃত্তির সাথে কোনো কালিমা যুক্ত নাই (“দেহাবয়বকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে তুলে দেয়”),
- বেশ্যা তার ‘দেহ’ বিক্রি করেন (হায়রে, বেশ্যা তার দেহ বিক্রি করেন না, তিনি যৌনসেবা বিক্রি করেন),
- শুনে মনে হয় এই আদান-প্রদান কতই না সুশীল (“নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে”),
- বেশ্যাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে মানবজাতির পতন থেকে রক্ষাকারী হিসেবে (বেশ্যারা মহৎ, ধরে নেওয়া হচ্ছে তারা ধর্ষণের শিকার হতে পারেন না)।

সিপি গ্যাং স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিচ্ছে যে,

একজন বেশ্যা তার প্রদত্ত যৌনসেবার জন্য প্রাপ্য অর্থ বুঝে পান, কখনোই তার থেকে জোর করে যৌনসেবা আদায় করা হয় না ("নিখুঁত দেহাবয়বকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অন্যের কাছে তুলে দেয়"),

সিপি গ্যাংয়ের শব্দার্থ নির্মাণে দেশ ও জাতি ইতিহাসের ভিতরে (ব্যানারের বক্তব্য) কিন্তু বেশ্যারা ইতিহাসের বাইরে: বেশ্যাবৃত্তি বা বেশ্যাদের কোনো ইতিহাস নেই, সমাজে জারি থাকা যৌন মতাদর্শ বা সামাজিক কাঠামোর সাথে বেশ্যাবৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই; এটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য (কারণ "মানবজাতি"কে অধপতন থেকে রক্ষা করে), এটি চিরন্তন, শাশ্বত (বেশ্যার দেহ হচ্ছে "সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিশৈলী")।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে, সিপি গ্যাংয়ের ব্যাখ্যা 'যৌন কর্মী' নামক নতুন পদের কথা মনে করিয়ে দেয়, নতুন শব্দের প্রবক্তাদের যুক্তি হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তিকে শব্দচয়নের মাধ্যমে কালিমাযুক্ত বা চমকপ্রদ করা ঠিক না। যেমনটি য়োহানা ব্রেনার তার পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধে লেখেন, "আর অন্যান্য পরিসেবামূলক কাজের মতোই।" হ্যাঁ, এটি লিঙ্গায়িত (gendered) বটে কিন্তু তার বেশি কিছু না।[১৬] কিন্তু নতুনভাবে কল্পিত বিষয়কে (বেশ্যাবৃত্তি খারাপ না) পুরানো মোড়কে (বেশ্যাবৃত্তি জঘন্য) পরিবেশন করার দরকারই বা কি? কারণ আঘাত করার অস্ত্র হিসেবে 'বুদ্ধি-যৌনকর্মী' শব্দটি কোনো কম্পন তৈরি করবে না যেহেতু এটি কালিমাকে নিউট্রালাইজ করে। নানান কিসিমের মিষ্টি কথা বলা সত্ত্বেও - "বেশ্যাদের নিজেদের পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে," "বেশ্যাদের ঘৃণা করার কোনো কারণ নাই"- সিপি গ্যাং নির্লজ্জভাবে নারীর যৌন সক্রিয়তার সাথে যেই মতাদর্শিক বিদ্রুপ-ঘেন্না-বিদ্বেষ-উপেক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তা কাজে লাগায়। এটি হচ্ছে সিপি গ্যাংয়ের ১ নং বুদ্ধিবৃত্তিক ভন্ডামি।

তাদের ২ নং বুদ্ধিবৃত্তিক ভন্ডামি: সিপি গ্যাংয়ের বেশ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যায় বেশ্যাদের খারাপ কিছু নেই, তাদের সবই ভালো: নিখুঁত দেহবায়ব, নিজ পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার, বেশ্যাদের ঘৃণা করা ঠিক না, তাদের কারণে মানবজাতি স্খলন থেকে রক্ষা পায়। বেশ্যারা "সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত" করে না, সেটি করে কিছু বুদ্ধিজীবীরা, তাহলে কেনই বা বেশ্যাকে নিয়ে টানাটানি?

"বুদ্ধি বিক্রি" নিয়ে সিপি গ্যাং নানা ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করে, এ বিষয়ে শুধু এটুকু বলব যে পুঁজিবাদী সমাজে বেতনভুক্ত শ্রেণীর বেশির ভাগ মানুষের পেশা- লেখক, কপিরাইটার, শিক্ষক, সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পদার্থবিজ্ঞানী, রিসেপশানিস্ট, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, সম্পাদক, জনসংযোগ কর্মকর্তা- বুদ্ধির চর্চা থেকে অর্জিত দক্ষতা বিক্রি করা ছাড়া আর-কিছু না।

কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে সবচে বেশি হতভম্ব করেছে তা হচ্ছে সিপি গ্যাংয়ের (কল্পিত) বেশ্যারা মনে হয় আকাশ থেকে পড়েছেন, মনে হয় না তারা শ্রেণী, লিঙ্গ, ধর্ম বা বর্ণের ঘন সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ, মনে হয় তাদের নেই কোনো পরিবার, তাদের জীবন বেশ্যালয় বা দালালের সাথে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাধা না, পুলিশ সদস্যদের সাথে বা আদালতের সাথেও না। বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশে সম্পাদিত গবেষণা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে যে বাস্তবে মেয়েরা/নারীরা বেশ্যাবৃত্তিতে যোগ দেন ধর্ষণের শিকার হওয়ার কারণে, কিংবা প্রবঞ্চিত বা অপহৃত হওয়ার কারণে কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে বা যৌন দাসত্বে বিক্রি হওয়ার কারণে। কিংবা একইসাথে একের অধিক কারণে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা যাই হোক না কেন, প্রতিটি গবেষণা নিরঙ্কুশ প্রমাণ হাজির করে যে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত অধিকাংশ মেয়ে/ নারীরা খুবই গরিব ঘরের সন্তান।

সিপি গ্যাং দ্বারা বেশ্যা শব্দের অনায়াস ব্যবহার বেশ্যাদের জীবনের নৃশংসতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে অদৃশ্য করে, বেঁচে থাকার সংগ্রামকে উপেক্ষা করে, সর্বোপরি, এটি বাংলাদেশের নারীদের যৌন নিপীড়নকে জায়েজ করে।

স্বাধীনতার পর ধর্ষণের ভিক্টিমদের "বেশ্যা" বলে তিরস্কার করা হয়েছিল

আর এখন আসি "মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস" প্রসঙ্গে। কোনোভাবেই কোনো যৌনবাদী (sexist) গালির কোনো স্থান থাকতে পারে না "মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস" এ, বিশেষ করে, "বেশ্যা"র তো কোনোভাবেই না।

যদি না আমরা ৭১-কে নিয়ে শর্মিলা বোস-ধরনের বয়ান সমর্থন করি: "জানা গেছে [পাকিস্তান] সেনাবাহিনী [১৯৭১এ পূর্ব পাকিস্তানে] নারীদের ধর্ষণ করেনি।"[১৭]

কিন্তু আমরা জানি যে ৭১-এ এদেশের মেয়েও নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল। আমরা এও জানি যে তাদের পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সেনা পুরুষের যৌন তাড়নাকে সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত জেনারেল নিয়াজির মতো সেনা কর্মকর্তা জায়েজ করেছিল এই বলে যে, "একজন পুরুষ পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে, লড়াই করবে, মারা যাবে আর কি-না ঝেলামে [পাঞ্জাব, পশ্চিম পাকিস্তান] যাবে সেক্সের জন্য, এটা কি আশা করা যায়?"[১৮] আমরা আরো জানি যে, ধর্ষণ জড়ানো-প্যাঁচানো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্ণবাদী বা রেসিস্ট ধারণার সাথে। পাকিস্তানি শাসকদের দৃষ্টিতে, শারীরিক গঠন (অ-সামরিক, অ-রণোপযোগী) ও ধর্মীয় দিক থেকে ('আধা-মুসলমান'; প্রতিবেশী হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত) বাঙালিরা নিকৃষ্ট। বীণা ডি'কস্টার মতে, "...[প্রেসিডেন্ট জেনারেল] ইয়াহিয়ার বাঙালিদের মুসলমান বানানোর আদেশ অতি নিষ্ঠুর ও আক্ষরিকভাবে পালন করা হয় নয় মাসের সংঘাতে, যখন আনুমানিক ২০০,০০০ নারী ও শিশুকে সুপরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করা হয়।"[১৯] অন্য কথায়, যৌন সহিংসতার জৈবিক পুনরুৎপাদনমূলক লক্ষ্য ছিল; নৃবিজ্ঞানী বীণা দাসের ভাষায়, এতে "প্রজননবিদ্যার প্রতিধ্বনি" ("eugenic ring")[২০] ছিল, লক্ষ্য ছিল "বাঙালিদের বংশাণু উন্নত করা" যাতে একটি "খাঁটি মুসলমান জাতি" সৃষ্টি করা যায়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ষণের শিকার নারীদের অভিজ্ঞতা যে কোনো অংশেই কম পীড়াদায়ক ছিল না তা এ দেশের নারীবাদী ইতিহাসরচনা[২১] (historiography) থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল সতীত্ব হারানোর জন্য, 'নষ্টা' হওয়ার জন্য, অনেককে মুখের উপর "বেশ্যা" ডাকা হয়েছিল। ধর্ষণের শিকার নারীদের ফিরিয়ে দেন কারো-কারো বাবা-মা, স্বামী, ভাই-বোনরা; নিজ সমাজের মানুষরা তাদের একঘরে করেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র'মতে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়, কেউবা আত্মহত্যা করেন, কেউ কেউ বেশ্যালয়ে আশ্রয় নেন, কারো কারো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, হাজারো মেয়েরা, নারীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।[২২]

মুক্তির সূর্যোদয়ের সাথে অনেকে টের পেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ধিক্কার। আমি বীরাঙ্গনা বলছি-র লেখক অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম বলেন, ভারতীয়দের যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানী সৈনিকদের সাথে তিরিশ থেকে চল্লিশজন ধর্ষিত নারী দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৩] নীলিমা আপার বই থেকে আমরা জানি যে রীনা (ছদ্মনাম)-র ভাই তাকে কলকাতা থেকে ফিরিয়ে

আনতে সমর্থ হয়, অপর দিকে, মেহেরজান (ছদ্মনাম) পাকিস্তানে চলে যান অপরাধীর সাথে, করাচিতে বসবাস করেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে।[২৪]

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স কি কখনো এই ইতিহাসের মুখোমুখি হয়েছে? একে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে? এর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে? যুদ্ধকালীন ধর্ষণের কথা টোকেন বাক্যে উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছু করেছে? জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স কি কখনো, একটি মুহূর্তের জন্যও, মুখোমুখি হয়েছে 'ধর্ষণের-শিকার-যারা-তাদেরকে- বেশ্যা' ভাববার অর্থ কি, তার সাথে? যদিবা কখনো উচ্চারিত হয়, প্রসঙ্গটিকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়, নানাবিধ ইঙ্গিত বাতাসে ভেসে বেড়ায়: এগুলো 'পিছিয়ে-পড়া' সংস্কৃতির নামান্তর[২৫], এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই, আমাদের সামনের দিকে তাকানো উচিৎ, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ।

৭২-এর দিকে ফিরে তাকাই আর ভাবি, এ দেশের জন্ম যেখানে যৌন-অর্থে সহিংস, এদেশের নারী আন্দোলন কেন 'যৌন নিপীড়ন থেকে বাংলাদেশের নারী মুক্তি' বিষেয় কোনো ম্যানিফেস্টো তৈরি করেনি? নারীর যৌনতার প্রসঙ্গটি (সামগ্রিক-অর্থে) কখনোই তাত্ত্বিক

© নাজলী লায়লা মনসুর

বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি, না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিদদের দ্বারা, না (দুঃখজনক হলেও সত্য), নারী আন্দোলনের নেতা-কর্মী-অ্যাক্টিভিস্টদের দ্বারা। যদি হতো, তাহলে হয়ত বর্তমানের যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণের বিস্ফোরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা ও হাহাকারের শিকার হতে হতো না, হয়ত আমরা তখনের-ধর্ষণ আর এখনের-ধর্ষণের মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তার অনুসন্ধান করতাম, নিজেদের প্রশ্ন করতাম, ৭১-এর গণধর্ষণ কি এ দেশের নারী - কি পাহাড়ি, কি বাঙালিকে ধর্ষণযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করেছে? হয়ত মুক্তিযুদ্ধের-পক্ষের-শক্তির-রাজনীতিবিদদের সাথে বসে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতাম, তাদের কাছ থেকে জানতে চাইতোম, হয়ত জবাবও দাবি করতাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার এক দল অ্যাকাডেমিক ও গবেষক - গার্থ স্টিভেন্স, ব্রেট বোমেন, গিলিয়ান ইগেল ও কেভিন হোয়াইটহেড- সম্প্রতি তাদের দেশের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, শ্বেতাঙ্গ-শাসন অবসানের পরও বৈষম্য বৃদ্ধি ও সামাজিক কাঠামোতে ভাঙন ধরার কারণে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস-শাসিত সরকার "বর্ণবাদী সহিংসতার ঐতিহাসিক ও সমষ্টিগত ট্রমাকে ব্যবহার করছে মানসিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পদ হিসেবে" নিজ শাসনকে বৈধতাদান করা ও জারি রাখার জন্য।[২৬]

ঠিক একইভাবে, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, অরাজকতা, লাগামহীন দুর্নীতি, গুম-খুন-অপহরণ ও চাঁদাবাজির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার কি মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ও সমষ্টিগত ট্রমাকে একটি মতাদর্শিক আবরণ হিসেবে ব্যবহার করছে তার শাসনকে বৈধতাদান করা ও জারি রাখার জন্য? দুঃখজনক হলেও সত্য, এ দেশের অ্যাকাডেমিকরা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করার কথা ভাববেনই না, নীতিনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে তা অনুসন্ধান করা তো দূরের কথা।

"অতীতকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝতে হলে অতীতের সেই উপাদানগুলোকে চিনতে হবে যার সমাবেশ একটি একক মুহূর্তে ঘটে।" -ওয়াল্টার বেঞ্জামিন[২৭]

রেহনুমা আহমেদ: লেখক, গবেষক, কলামিস্ট।
ইমেইল: rahnumaa@gmail.com

[এই লেখা প্রথমে দৈনিক নিউ এইজ-এ ১৩-খন্ডে কলাম সিরিজ হিসেবে প্রকাশিত হয়: Rahnuma Ahmed, "History as Ethical Remembrance. Dhaka University, Shaheed Minar and CP Gang's 'bessha' banner." Parts I-XIII, published in New Age, 11-23 November 2015। এর লেখককৃত অনুবাদ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়: রেহনুমা আহমেদ, *নৈতিক স্মৃতিচারণ হিসেবে ইতিহাস। সিপি গ্যাং-এর 'বেশ্যা' ব্যানার।* ঢাকা: দৃক বুক্স, ফাল্গুন ১৪২৪/ফেব্রুয়ারি ২০১৮।]

তথ্যসূত্র:

১১) C R Abrar, "Demonising dissenters: Dead or alive. New low in Bangladesh politics," The Daily Star, 22 October 2014|

১২) দেখুন, টিরিজ ব্লোঁশের গবেষণা, "Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children. Elements for a National Strategy and Plan of Action," UNICEF, Bangladesh, 2011, c„. 35-36| টিরিজ ব্লোঁশে ও তার গবেষক দল মাঠ-গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলেন, সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে বিক্রি-হওয়া মেয়েদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে পতিতালয় ও বেশ্যাবৃত্তি। কিন্তু এ দেশের মেয়েদের ভারতে বিক্রি করা হয় বিয়ে করার জন্য বউ হিসেবে। দেখুন, Therese Blanchet with the collaboration of Anisa Zaman, Hannan Biswas, Monzur Hasan Dabu and Masuda Aktar Lucky, "Bangladeshi Girls Sold as Wives in North India, " Dhaka: Drishti Research Centre, 2003| শিশুদের নিয়ে গবেষণাকর্মে টিরিজ ব্লোঁশে ২টো ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে কিশোরবয়স্ক ছেলে তার থেকে বয়সে বড় নারীর যৌন আক্রমণের শিকার হন। দেখুন, "Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children."

১৩) Caitlin Hines, "Rebaking the pie. The woman as dessert metaphor, " in Mary Bucholtz, A C Liang, Laurel A Sutton (eds.), Reinventing Identities: The Gendered Self in Discourse,

OUP: New York and Oxford, 1999, c„. 160, টীকা ৭|

১৪) Meghan Murphy, "It's not 'slut-shaming,' it's woman hating," feministcurrent.com, 7 December 2012|

১৫) সিপি গ্যাংয়ের ফেইসবুক পেইজ (facebook.com/CpGangPage) আগের মতো সবার জন্য উন্মুক্ত না। হয়তবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্তি, সমালোচনা ও অনুদান-বাতিলের ঘটনাবলির পর। দেখুন, "সিপি গ্যাংকে সরকারি অনুদান! ব্যবস্থাপনা পরিচালকই জানেন না কেন অনুদান," sylhet-today24.com, ১ জুলাই ২০১৫। "সিপি গ্যাংয়ের অনুদান প্রাপ্তিতে প্রতিক্রিয়া-সমালোচনা," bangla.bdnews24.com, ১ জুলাই ২০১৫। "আইসিটি বিভাগের উদ্ভাবন তহবিলের অনুদান। সিপি গ্যাং রাতারাতি হয়ে গেল হ্যাপিওয়ার্কস," প্রথম আলো, ৩ জুলাই ২০১৫। "সিপি গ্যাংয়ের সরকারি অনুদান বাতিল," bangla.bdnews24.com, ৬ জুলাই ২০১৫। এই সংবাদ প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায় যে, ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারি যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন কালে সিপি গ্যাং গঠিত হয়; সিপি গ্যাং নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণাকারী বলে দাবি করেন; মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অ্যাক্টিভিস্টরাও তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে যার মধ্যে আছে গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন, রুমি স্কেয়াড; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও তার স্ত্রী; রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক; ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির শাহরিয়ার কবির; সুপ্রীতি ধর ও তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কন্যা; সিপি গ্যায়েংর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ:- "কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গালাগালি এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষের চরিত্র হননমূলক প্রপাগান্ডা" প্রচার করা, "ইন্টারনেটে কুরুচিপূর্ণ সংগঠিত আক্রমণকারী," "সাইবার সন্ত্রাসী।"

Udashi Pothik and বেলের কাঁটা নামে সিপি গ্যাংয়ের দুজন সদস্যের প্রস্তুত করা একটি গালির তালিকা, "ছাগু ফাইটারদের আল্টিমেট ওয়েপন (১৮+) গালির তালিকা," এই দুটো ওয়েবসাইটে পাবেন: blog.fenion-line.net, www.istishon.com|

সরকারি অনুদান-প্রাপ্তি ও বাতিলের সময়ই আরেকটি ঘটনা ঘটে, সিপি গ্যাংয়ের অ্যাডমিনকে আপত্তিকর মন্তব্য করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়; দেখুন, "ফেসবুকে নারীকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করায় সিপি গ্যাং অ্যাডমিন গ্রেপ্তার," www.banglatribune.com, ৭ জুলাই ২০১৫। পরে বাদি তাপস কুমার সরকার মামলা তুলে নেন প্রাণনাশের হুমকির ভয়ে। খবরে প্রকাশ, "ক্ষমতাশীন দলের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী [চারঘাট মডেল থানার] পুলিশকে ফোন দিতে থাকে। [অ্যাডমিন রতন পালকে] পাঁচদিনের রিমান্ডে নিতে চেয়েছিল পুলিশ। তা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। এরপর মামলার ধারাও পরিবর্তন করে নমনীয় করা হয়।।" দেখুন, "হত্যার হুমকি পেয়ে 'সিপি গ্যাং' অ্যাডমিনের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিল বাদি," www.banglatribune.com, ৮ জুলাই ২০১৫|

১৬) Johanna Brenner, "Selling Sexual Services: A Socialist Feminist Perspective," Logos, a Journal of Modern Society and Culture, Vol. 13, Nos. 3-4, November 2014|

১৭) Khalid Hasan, "Army not involved in 1971 rapes," pakdef.org, 30 June 2005|

১৮) Khadim Hussain Raja, A stranger in my own country. East Pakistan, 1969-71, Oxford University Press: Karachi, 2012, c„. 98|

১৯) Bina D'Costa, "Victory's silence. 'War babies' and Bangladesh's tragedy of abortion and adoption," Himal, December 2008|

২০) Nayanika Mookherjee, The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971, with a foreword by Veena Das, Durham: Duke University Press, 2015; Veena Das, Life and Words. Violence and the Descent into the Ordinary, Berkeley and London: University of California Press, 2007| নয়নিকা মুখার্জির গবেষণার ভিত্তিতে ১৯৭১-এর সহিংসতাকে ১৯৪৭-এর সাহংসতার সাথে তুলনা করে দাস বলেন, " ...one of the purported reasons for violence against Bengali women by Pakistani soldiers was to improve the genes of the Bengali people and to pouplate Bangladesh with a race of "pure" Muslims. This eugenic ring was completely absent in the case of [Partition-related] Hindu-Muslim violence..., " দেখুন, পৃ. ২৩১, টীকা ১৯।

২১) এই বইয়ে দুটো ভিন্ন অর্থে 'ইতিহাসরচনা' ও 'ইতিহাস-রচনা' শব্দ দুটো ব্যবহৃর করা হয়েছে। 'ইতিহাসরচনা' ব্যবহার করা হয়েছে historiography পরিভাষা হিসেবে, এটা বলতে বুঝিয়েছি ইতিহাস রচনা করার শাস্ত্র। অন্য দিকে 'ইতিহাস-রচনা' ব্যবহার করেছি history-writing অর্থে। এই প্রভেদ ধার করেছি এখান থেকে: সাঈদ ফেরদৌস, "বাদড়পাদের ফিরে দেখা: ইতিহাসরচনায় প্রান্তজনের খোঁজ," প্রবল ও প্রান্তিক-১, পাবলিক নৃবিজ্ঞান, ঢাকা, অক্টোবর ২০১১, টীকা ৩, পৃ. ৬১।

২২) নারীর ৭১ ও যুদ্ধপরবর্তী কথ্যকাহিনী, সম্পাদকবৃন্দ: শাহীন আখতার, হামিদা হেসেন, সুরাইয়া বেগম, সুলতানা কামাল ও মেঘনা গুহঠাকুরতা, ঢাকা: আইন সালিশ কেন্দ্র, ২০০১; Bina D'Costa, "Interview of Dr Geoffrey Davis," bdnews24.com, 15 December 2010; Bina D'Costa, Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia, London and New York: Routledge, 2011; The Spectral Wound, প্রাগুক্ত, ২০১৫।

২৩) নীলিমা ইব্রাহিম, আমি বীরাঙ্গনা বলছি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১৩ (১৯৯৪)।

২৪) উপরোক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

২৫) "দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গণহত্যার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও নারী নির্যাতনের বিবরণ সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সমাজে একজন ধর্ষিতা নারী এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে চান না সংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক বৈরিতার কারণে।" দেখুন, শাহরিয়ার কবির (সম্পাদিত), "ভূমিকা," একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, ঢাকা: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯, পৃ. ১৩।

২৬) Garth Stevens, Brett Bowman, Gillian Eagle and Kevin Whitehead, symposium on "The Ruse of Reconciliation? Discursive Contours, Impossibilities, and Modes of Resistance in the South African 'Reconciliation Project," Centre for Place, Culture and Politics, City University of New York, 18 August 2015| Av‡iv †`Lyb, Richard A Wilson, The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa. Legitimizing the Post-Apartheid State, Cambridge: CUP, 2001. wZwb e‡jb, "Human rights discourses and institutions in South Africa such as the Truth and Reconciliation Commission, Human Rights Commission and the Commission for Gender Equality are central to creating a new moral and cultural leadership, that is to say, a new hegemony. This new hegemony is initially asserted in relation to accountability of past state crimes and whether to punish and/or pardon previous human rights violations. The study of transitional truth and justice has been too dominated by philosophical discussions abstracted from specific contexts, and we should instead examine how the politics of punishment and the writing of a new official memory are central to state strategies to create a new hegemony in the area of justice and construct the present moment as post-authoritarian when it includes many elements of the past." (euvKv nid hy³), c„. xvi |

২৭) "Articulating the past historically means recognizing those elements of the past which come together in the constellation of a single moment." †`Lyb, Walter Benjamin, "On the Concept of History," in Walter Benjamin. Selected Writings, Vol. 4, 1938-1940, transl., by Edmund Jephcott and others, edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings, Cambridge, Mass., : Harvard University Press, 1999, c„. 403|